



লডিরশপি জন্মগত নয়, তরৈকিরতে হয়

লখেক: ড. মশাররফ হোসনে | প্রকাশতি: 17 October 2026, 02:46 PM | বিভাগ: এইচআরএম



ছোটবলো থেকে শূনে এসছেলিডিরশপি জন্মগতভাবে তরৈকির হয়। কনিতু আমযিখন কানাডার ক্যালগরেি ইউনভিার্সটিতি পড়তে গলোম তখন সখোনে আমার সুযোগ হয়ছেলি লডিরশপি এবং অরগানাইজেশোনে ডভেলপমেন্টে নযি পড়ালখো করার। সখোনে অধ্যয়ন করার সময় বুঝতে পারলাম লডিরশপি তরৈকিরতে হয়। কারণ লডিরশপিরে জন্ম য়ে উপাদানগুলো প্রয়োজন, য়ে বশেষিট্য়গুলো প্রয়োজন এগুলো ধীরে ধীরে একজন লডিরকে রপ্ত করতে হয়। এগুলো আকস্মিকি কোনো ঘটনা নয়। অরথাং রাতারাতি কারও মধ্যয়ে লডিরশপি প্রবশে করযি দেওয়া সম্ভব নয়। সৃষ্টির শুরুর দকি লডিরশপি অনেকটা জন্মগত ছিলি। ওই সময় বাবার পরে তাঁর ছলেই লডিরশপি পতে।

তখনকার জীবনধারা, আর্থ-সামাজিক প্রক্শাপট সবকিছু মলযি ওটাই ছিলি মানানসই। কনিতু এখন প্রতযিোগতিমূলক বশিবে প্রতযিোগতিয় টকি থাকার জন্ম একজন লডিরকে য়ে ধরনের কোয়ালটি, কম্পটিনেন্সি, ইন্টলেকচুয়াল নলজে ধারণ করতে হয় তা জন্মগতভাবে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। এ

কারণে এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় লডির তরৈকিরত হয়, লডিরশপি তরৈকিরত হয়। এ কারণে পৃথিবীর প্রায় সকল ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লডিরশপিরে ওপরে উচ্চতর ডিগ্রি দিচ্ছে। এমনকি পএইচডি ডিগ্রীও প্রদান করছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে লডিরশপি নিয়ে অবিরাম গবেষণা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লডিরশপিরে ওপর কোর্স রয়েছে, গবেষণা রয়েছে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় লডিরশপি পড়তে হয়, জানতে হয়, শখিত হয়।

লডিরশপি দু'ভাবে তরৈকিত পারে। যমেন কোনো দেশেরে সরকার প্রধান কোনো কাজেরে জন্য উপদেষ্টা নিয়েগ করত পারনে। এই উপদেষ্টা তাঁর নরিধারতি দায়িত্ব পালন করত গেয়ে লডিরেরে ভূমিকা পালন করনে। অরখাং তাঁর মধ্যে লডিরশপি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কনিতু সরকার মনে করলে তাঁর লডিরশপি যেকোনো সময় বাতলি করত পারনে। আরকে ধরনেরে লডিরশপি পারপিরশ্বকি অবস্থার কারণে তরৈকি হয়। এটা হত পারে সামাজকি আন্দোলনে কটে একজন নেতৃত্ব দিচ্ছেনে। কথিবা হত পারে প্রতষ্টিানে কটে একটা ডিপার্টমেন্টকে বা পুরো প্রতষ্টিানকে নেতৃত্ব দিচ্ছেনে। উভয় ক্ষেত্রে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেনে তাঁরা সময়েরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লডিরশপিরে আসনে বসছেন। তাঁরা কটে আকস্মকিভাবে লডির হননি ফলে তাঁদেরকে ইচ্ছে করলেই যখন তখন বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। একটা প্রতষ্টিানেরে নেতৃত্ব পর্যায়ে যনি দায়িত্ব পালন করনে প্রতষ্টিানেরে কাজেরে ধরনেরে সাথে তাঁর দীর্ঘদিনেরে সম্পর্ক রয়েছে। তনি যদি পুরো প্রতষ্টিানেরে দায়িত্ব থাকনে তাহলে দেখা যাবে তাঁর অতীত কর্মজীবন তাঁকে এই দায়িত্ব পালনেরে জন্য ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে।

একজন লডিরকে দূরদৃষ্টসিম্পন্ন হত হয়। তাঁর মধ্যে কিছু ক্যারশিমটেকি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন যা তাঁকে অন্যদেরে নকিট গ্রহণযোগ্য করে তোলে। কমউনিকশেন স্কলি, আইটিনলজে, বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে বিশ্লষণ করার ক্ষমতা, অসীম ধরৈয়, জটলি বিষয়গুলো বিশ্লষণ করার ক্ষমতা, জবাবদহিতি, সাম্যতা, স্বচ্ছতা, সততা, সাহস এর মতো বিষয়গুলো একজন ব্যক্তির মধ্যে না থাকলে তাঁর পক্ষে সত্যকির অরখে ভালো লডির হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর লডিরশপিরে প্রতষ্টিানেরে পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

যারা লডিরশপি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করনে বা এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট পড়ালখো করনে তাঁদেরে লডিরশপিরে ধরন হয় একরকম। কারণ তাঁদেরে শেখানো হয় কোন ক্ষেত্রে কোন ধরনেরে আচরণ প্রতষ্টিানেরে কর্মীদেরে কাজেরে প্রতিশিতভাগ উদ্দীপ্ত করবে। আর কোন ধরনেরে আচরণ কাজেরে প্রতি কর্মীদেরে মনোভাব নেতিবাচক করে তুলবে। ফলে একজন লডিরেরে মধ্যে যখন এই জ্ঞানগুলো থাকে তখন তনি ইচ্ছে করলেও অন্য ধরনেরে আচরণ করত পারনে না। তনি প্রতিক্ষণ তাঁর অরজতি জ্ঞান দ্বারা অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রতি হন। কনিতু লডিরশপিরে ওপর কটে যদি পড়ালখো না করে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করনে তাহলে তাঁকে সব সময় অনুমান নরিভর হয়ে কাজ করত হবে। এটা সব সময় লডিরকে সফলতা দেবে না।

বাংলাদেশে লডারশপি সম্পর্কে এখনো ভ্রান্ত ধারণা কাজ করছে। এ কারণে পারিবারিক ব্যবসাগুলোতে বাবার পর ছলে বা ময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। কখনো এমডি হিসেবে, কখনো ডিএমডি হিসেবে, আবার কখনো ডিরেক্টর হিসেবে। ফলে আমাদের দেশে বড় বড় বশে কয়েকটি প্রতষ্ঠান প্রথম প্রজন্ম দ্বারা ভালোভাবে, সফলতার সাথে পরিচালিত হলেও দ্বিতীয় প্রজন্ম যখন দায়িত্ব নটিচ্ছে তারপর থেকেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। অথচ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মে হাত ধরে প্রতষ্ঠানের অগ্রগতি আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সটো হয়নি।

প্রথম প্রজন্ম অর্থাৎ বাবার নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা ছিল বলেই তিনি প্রতষ্ঠানকে বড় থেকে আরও বড় করতে পেরেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার হয়তো শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রতষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু তাঁর মধ্যে, প্রজ্ঞা, নীতি, সবকিছুই তাঁকে সফলতার দিকে ধাবিত করেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে ব্যবসয় জগত আগে অনেকেটা ফাঁকা ছিল। তখন যে ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন ছিল সটো প্রতষ্ঠান পেয়েছে। এখন প্রক্শাপট ভিন্ন, প্রতযোগতি তীব্র। ফলে এখনকার নেতৃত্ব আরও শানতি, আরও কৌশলগত হওয়া প্রয়োজন। আর তার জন্য লডারকে অনেকে বশে জানতে হবে, শখিতে হবে, পড়তে হবে।

লেখার বিষয়বস্তু একান্তই লখেকে নজিস্ব মতামত।